গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা এর অন্তর্ভূক্ত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অংশীজন সভা'র কার্যবিবরণী :

সভাপতি	:	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	:	১৩ জুন ২০২১
সময়	:	বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	:	অনলাইনে (জুম এ্যাপস)

অংশীজন সভায় উপস্থিত ও সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নৈতিকতা কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক বাস্তবায়ন কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। চলতি National Integrity Strategy (NIS) কর্ম-পরিকল্পনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ৪টি অংশীজন (stakeholders) সভা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নির্ধারিত ছিল। অভ্যন্তরীন অংশীজন সমন্বয়ে ৩টি সভা ইতোমধ্যে করা হয়েছে। চলতি চতুর্থ প্রান্তিকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনদের নিয়ে আজ সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

১.২ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এবং শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা পরিপত্রের অনুসরণে নৈতিকতা কমিটি গঠন করে জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে এবং পরবর্তীতে প্রতি অর্থ-বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়িত হচ্ছে। শুদ্ধাচার অগ্রগতির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের NIS বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী সার্বিক মূল্যায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। এ অর্জনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব কর্তৃক এ বিভাগের সচিব ও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্বিক মূল্যায়নে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে এ বিভাগের অর্জিত নম্বর ছিল ৯৩.৪।

১.৩ শুদ্ধাচার বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও উপসচিব এ বিভাগে NIS কার্যক্রম সংক্ষিপ্তাকারে সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মহোদয়কে আহবায়ক করে অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধান এবং এ বিভাগের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার উর্দ্ধের সকল কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি অনুসরণে এ বিভাগ ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা নিয়মিত বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। এ বিভাগ ও অধীনস্ত সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট বিষয় এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটিতে পর্যালোচনা করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ বিভাগে নৈতিকতা কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান; উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ; সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজন (stakeholders) সভা; সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা-২০১৮, সরকারি কর্মচারি আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪, নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা-১৯৭৯ ও বিভিন্ন প্রকার ছুটি সম্পর্কিত বিষয়, নৈতিকতা ও অফিস শিষ্টাচার, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সুশাসন এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন; Highway Act (সংশোধন) ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ; সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০২০ খসড়া অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ; স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ; নিয়মিত গণশুনানী অনুষ্ঠান ইত্যাদি। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা অনুযায়ী এ বিভাগ হতে ০৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে ভাল কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৫/০৩/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত অংশীজন সভার সুপারিশ বাস্তবায়নের হার প্রায় শতভাগ। আগামী ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ও এ বিভাগের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে।

১.৪ অতঃপর সভাপতি অংশীজনদের বক্তব্য প্রদানের আহ্বান জানান :

২. আলোচনা :

২.১ কাজী মোঃ সাইফুন নেওয়াজ, সহযোগী অধ্যাপক, এক্সিডেন্ট রিচার্স ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিমের কার্যক্রম সন্তোষজনক। মনিটরিং এর ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। তবে এটি আরো কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে;

২.২ সহকারী মহা পুলিশ পরিদর্শক, ট্রাফিক (ম্যানেজমেন্ট) জানান, বিআরটিসি'র বাস/ট্রাকে হালনাগাদ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাওয়া যায় না। প্রসংগত উল্লেখ করেন যে, দিনাজপুরের দশমাইল এলাকায় একটা গাড়ী দুর্ঘটনায় পড়লে তার কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। লীজে চলাচলকারী গাড়িটির কোন কাগজপত্র নবায়নও করা হয়নি। বিআরটিসি'র সমস্যা নিয়ে সংস্থার কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনে পুলিশের কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা করতে পারেন;

২.৩ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান কোন কোন গাড়ীর ফিটনেস হয়নি সেগুলোর Update তথ্য চাওয়া হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২১ এর মধ্যে সকল গাড়ীর ফিটনেস সার্টিফিকেট গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;

২.৩.১ এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন, ঢাকাসহ দেশব্যাপি বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী বিআরটিসির সকল গাড়ীর ফিটনেস থাকতে হবে। বিআরটিসি'র বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী সকল গাড়ীর কাগজপত্র ৩০ জুন, ২০২১ এর মধ্যে হালনাগাদ করতে হবে। পরিবহন সেক্টরে বিআরটিসিকে আদর্শ পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে;

চলমান পাতা-২

২.৪ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান মহাসড়কে অবস্থিত নির্ধারিত সেতুতে টোল আদায়ের জন্য Electronic Toll Collection (ETC) পদ্ধতি চালু করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত ETC ব্যবহারের বিষয়ে গ্রাহকদের আগ্রহ কম। ETC ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে প্রচারের ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে;

২.৫ জনাব ফাহমিদা হক খান, উপসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, ETC সিস্টেমের জন্য অপরিহার্য RFID Tag। কিন্তু বিআরটিএ হতে ভেহিকেল RFID Tag Replace এর জন্য নেয়া হচ্ছে মূল রেসিস্ট্রেশনকালীন সমপরিমাণ অর্থ। সে কারণে RFID Tag নষ্ট হলে সেটি পরিবর্তনে সংশ্লিষ্টদের আগ্রহ ততটা থাকে না। RFID Tag কোন কারণে বিনষ্ট হলেও কেবলমাত্র সেটি Replace করার জন্য অর্থ নেয়া যথাযথ হবে বলে অনেকে মনে করেছেন;

২.৫.১ এ প্রেক্ষপটে সভাপতি বলেন, বর্তমানে ETC'র ব্যবহার প্রসারে বড় প্রচার দরকার। ৩০ সেকেন্ডের একটা বিজ্ঞাপন তৈরী করে বিভিন্ন টিভিতে প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। RFID Tag Replace এর জন্য প্রযোজ্য ফি এর বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃক পুনঃমূল্যায়ন করা যেতে পারে;

২.৬ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, দূর্ঘটনা হ্রাসে হাইওয়েতে নছিমন, করিমন ও এ জাতীয় যানবাহন চলাচল বন্ধ করা প্রয়োজন। হাইওয়েতে কোন গাড়ীর গতিসীমা কত হবে তা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৬.১ সভাপতি নিজের অভিমত যোগ করে বলেন, মহাসড়কে মানসম্মতভাবে সাইন, সিগনাল প্রদর্শন করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে বিআরটিএ, সওজ এর টেকনিক্যাল পার্সন ও হাইওয়ে পুলিশ কে নিয়ে সভা করার জন্যেও তিনি পরামর্শ রাখেন;

২.৭ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন জানান, গাড়ীর বডির আকার পরিবর্তন করে ওভারলোড নিয়ে গাবতলী ও বেড়ীবাধ এলাকায় ট্রাক চলাচল করে। অন্যত্রও একই কারণে সড়ক মহাসড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

২.৭.১ সভাপতি মহোদয় বলেন, এক্সেল লোড নীতিমালা অনুসরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। গাড়ীর বডি ঠিক আছে কী না পরীক্ষা করতে হবে। বেড়ীবাধ ও গাবতলী এলাকায় প্রথমে এবং এর পাশাপাশি দেশব্যাপী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় সওজ এর প্রতিনিধি সাথে থাকতে পারে। চট্টগ্রামে সীতাকুন্ডু এলাকার টোল প্লাজায় রাতের বেলায় স্থানীয়দের সহযোগীতায় ওভার লোডেড গাড়ী নির্বিঘ্নে পার করে দেয়া সম্পর্কে অভিযোগ উদ্ধৃত করে তিনি আরো বলেন যে, প্রয়োজনে পালাক্রমে সওজ এবং বিআরটিএ'র সমন্বয়ে স্টেশনগুলোতে ২৪ ঘন্টা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২.৮ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, এ বছর প্রথম ডিটিসিএ ই-টেন্ডার কার্যক্রম চালু করেছে। Revised Strategic Transport Plan (RSTP) বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং করা দরকার। Annual Performance Agreement (APA), National Integrity Strategy (NIS) এর জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

২.৮.১ এ প্রসঙ্গে সভাপতি জানান, RSTP বাস্তবায়নের জন্য একটি মনিটরিং টিম থাকতে পারে এবং সেই টিমে ডিটিসিএ, সওজ, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি রাখা করা যেতে পারে। APA, NIS এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন প্রয়োজন বলেও তিনি উল্লেখ করেন;

২.৯ সহকারী মহা পুলিশ পরিদর্শক, ট্রাফিক (ম্যানেজমেন্ট) জানান, বর্তমান বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির কারণে সড়ক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ঈদ-উল-আযহার পূর্বেই দ্রুত মহাসড়ক মেরামত প্রয়োজন। তিনি বলেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স না নিয়ে যারা গাড়ী চালায় এমন অনেকের তথ্য সম্বলিত তালিকা বিআরটিএ'তে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম বা লাইসেন্স প্রদানের তথ্য পাওয়া যায়নি। তাদের মধ্যে অনেকে দক্ষ চালক আছেন বলেও তিনি মন্তব্য করেন;

২.৯.১ এ প্রসঙ্গে সভাপতি জানান, প্রধান প্রকৌশলী, সওজ সরজমিনে যাচাই করে দ্রুত মহাসড়ক সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়ার প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত করতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের কার্যক্রমে বিআরটিএকে আরো গতিশীল ও তৎপর হতে হবে;

২.১০ জনাব এ,কে,এম মনির হোসেন পাঠান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ), সওজ জানান সড়ক, মহাসড়কের সৌন্দর্য ধরে রাখতে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। রাস্তার পাশে সিটি কর্পোরেশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান ময়লা আবর্জনা ফেলে। এটি অবশ্যই বন্ধ করা প্রয়োজন। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সামনে ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় পানি জমে রাস্তা নষ্ট হয়ে যাবে;

২.১০.১ সভাপতি বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করে পরিস্থিতির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন;

২.১১ যুগ্ম কমিশনার, ঢাকা মহানগর পুলিশ জানান হাইড্রোলিক হর্ণ বর্তমানে খুব বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি নিরসনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। এছাড়া ঢাকা-গাজীপুর BRT প্রকল্প, ঢাকা-আশুলিয়া Expressway এর চলমান কাজ দ্রুত শেষ করা প্রয়োজন।

২.১১.১ সভাপতি বলেন, হাইড্রোলিক হর্ণ বন্ধে বিআরটিএ ও পুলিশ যৌথভাবে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় সহযোগিতা করতে পারে।

২.১২ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান বিআরটি প্রকল্পের সওজ ও সেতু বিভাগের অংশে সংস্কার কাজ চলমান আছে।

২.১২.১ সভাপতি মহোদয় বলেন, বাস্তবায়নাধীন বিআরটি প্রকল্পের বিদ্যমান সড়ক সংস্কারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। যানবাহন চলাচলে অসহনীয় জনদূর্ভোগ লাঘবে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক হতে হবে;

২.১৩ প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএমআরটিডিপি) জানান প্রকল্প বাস্তবায়ন, NIS কার্যক্রম চলমান আছে। কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক। NIS কার্যক্রম বাস্তবায়নও সন্তোষজনক। তবে কাজের ব্যাপকতার কারণে কিছু সমস্যা থেকে যায়; এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক, ডিএমআরটিডিপি জানান MRT কাজ শেষ হবার পর সিটি কর্পোরেশনের অনুমতি নিয়ে ওয়াসা কাজ করছে। ফলে যানজট হচ্ছে। মিরপুর এলাকায় MRT রুটে স্টেশন এলাকায় কাজ হচ্ছে। হার্ড বেরিয়ার সরিয়ে আনা হচ্ছে। রাস্তা প্রশস্ত হচ্ছে। ফলে যানজট কমে আসবে।

চলমান পাতা-৩

২.১৩.১ সভাপতি মহোদয় বলেন, কাজিপাড়া, শেওড়াপাড়া এলাকায় যানজট হচ্ছে, তা নিরসন করতে হবে।

২.১৪ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান শুদ্ধাচারের অংশ হিসেবে বিআরটিসি'র সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় কাজ হচ্ছে। ই-টেন্ডার কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। যাত্রী সেবা ও পণ্য সেবা উন্নত করতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে দৃশ্যমান অগ্রগতি পরিলক্ষিত হবে।

২.১৪.১ সভাপতি বলেন, মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মনিটরিং কমিটির নিয়মিত বিআরটিসি বাস পরিদর্শন কাজ চলমান থাকবে এবং পরিদর্শনের পর প্রতিবেদন দাখিল করবে;

২.১৫ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি জানান ঢাকা-টঙ্গী ব্রিজ-টঙ্গী কলেজ রোড পর্যন্ত মহাসড়কাংশে বর্তমানে চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। তবে পুলিশের সাথে সমন্বিতভাবে যানজট নিরসনে কাজ অব্যাহত আছে। ঠিকাদারের কাজের গতি কাঙ্খিত মানে আনতে চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি ঢাকা-গাজীপুর মহাসড়কে চলাচলকারীদের নির্মাণকালীন অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন;

২.১৫.১ সভাপতি বলেন, সমস্যা নিরসনে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি প্রয়োজনে চীনা দুতাবাসের কমার্শিয়াল উইং এর সাথে যোগাযোগ করে বিআরটি প্রকল্পে নিয়োজিত চীনা ঠিকাদারের কাজের গতি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। যে কোন ভাবেই ঠিকাদারের কাজের গতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে;

২.১৬ জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, সভাপতি, নিরাপদ সড়ক চাই 'নিসচা' কোন গাড়ীর কত গতি তা নির্ধারণ করে দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন;

২.১৬.১ এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে সড়ক পরিবহন আইন সংশোধন সম্পর্কিত কমিটি গাড়ীর গতি নির্ধারণের বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারে;

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয় :

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(১)	বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী বিআরটিসি'র সকল গাড়ীর ফিটনেস থাকতে হবে। জুন, ২০২১ এর মধ্যে গাড়ীর কাগজপত্র হালনাগাদ করতে হবে;	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
(২)	মহাসড়কে অবস্থিত সেতুর টোল আদায়ে ETC পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম প্রয়োজন। ETC চালু এবং সুবিধা সংশ্লিষ্টদের অবহিত করতে বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করে টিভিসহ বিভিন্ন সম্প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
(৩)	শুধমাত্র RFID Tag Replace এর ক্ষেত্রে যৌক্তিক হারে ফি পুনর্নির্ধারণে বিআরটিএ উদ্যোগ গ্রহণ করবে;	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
(৪)	হাইওয়তে নছিমন, করিমন ও এ জাতীয় যানবাহন চলাচল বন্ধ করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। হাইওয়েতে শ্রেণীভেদে গাড়ীর গতিসীমা নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
(৫)	মহাসড়কে ছোট যান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শৃখলা ফিরিয়ে আনতে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে বিআরটিএ, সওজ এর টেকনিক্যাল পার্সন ও হাইওয়ে পুলিশ কে নিয়ে পর্যালোচনা সভা করতে পারে;	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), বিআরটিএ, সওজ, হাইওয়ে পুলিশ
(৫)	মহাসড়কে যথাযথ মানের মার্কিং ও সাইন-সিগনাল স্থাপন করতে হবে;	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
(৬)	যানবাহনে অতিরিক্ত ওজন বহন নিয়ন্ত্রণে এক্সেল লোড নীতিমালা অনুসরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। গাড়ীর বডির আকার ঠিক আছে কী না পরীক্ষা করতে হবে। ঢাকার বেড়ীবাধ ও গাবতলী এলাকায় অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণে প্রথমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। পর্যায়ক্রমে তা দেশব্যাপী কার্যকরভাবে এর সম্প্রসারণ করতে হবে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় সওজ এর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারে;	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
(৭)	চট্টগ্রামে সীতাকুন্ডু এলাকায় রাতের বেলায় স্থানীয়দের সহযোগীতায় মহাসড়কে ওভার লোডেড গাড়ী চলাচলের অভিযোগ পাওয়ায় এগুলো বন্ধে টোল প্লাজা এলাকায় সওজ এবং বিআরটিএ'র সমন্বয়ে পালাক্রমে ২৪ ঘন্টা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
(৮)	RSTP বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং-এ ডিটিসিএ এর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, সওজ ও সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে;	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা দক্ষিণ/উত্তর সিটি কর্পোরেশন
(৯)	APA, NIS এর সর্বশেষ সংশোধনী ও এতদবিষয়ে অধিকতর ধারনা লাভের প্রয়োজনে এ বিভাগ ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে;	APA ও NIS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, RTHD/RHD/ DTCA/BRTA/BRTC/ DMTCL/DHAKA BRT
(১০)	বর্তমান বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, মহাসড়ক ঈদ-উল-আযহার পূর্বেই দ্রুত মেরামতে সরজমিনে যাচাই করে দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
(১১)	মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
(১২)	অননুমোদিত হাইড্রোলিক হর্ণ ব্যবহার বন্ধ করতে বিআরটিএ কর্তৃক ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করতে হবে;	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
(১৩)	বিআরটি প্রকল্প এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কাংশে বিদ্যমান সড়ক উন্নয়ন ও সংস্কারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যানজট মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পুলিশের সাথে কার্যকর সমন্বয় করতে হবে;	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি

চলমান পাতা-৪

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(১৪)	MRT Line-6 নির্মাণ কাজের জন্য কাজিপাড়া, শেওড়াপাড়া এলাকায় যে যানজট হচ্ছে, তা নিরসনে DMTCL প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, DMTCL
(১৫)	ঢাকা বিআরটি কাজের জন্য যানজট নিরসনের বিষয়ে সকলকে নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যানবাহন চলাচলে সুবিধার জন্য বিদ্যমান সড়কে সতর্কতার সাথে বাস্তবভিত্তিক সংস্কার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। ঠিকাদারের কাজের গতি বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট চীনা দুতাবাসহ সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি
(১৬)	এ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংস্থাসমূহ অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ বিআরটিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, DMTCL/ঢাকা বিআরটি

০৪। সভার সমাপ্তি পর্যায়ে সভাপতি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ আয়োজিত অংশীজন সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীতে বৃহৎ পরিসরে অংশীজন সভা অনুষ্ঠানের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অতঃপর উপস্থিত সকলকে আবারো আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২০/০৬/২১
মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০১৫.০৬.০২৫.২০-২৮৬

তারিখ : ০৭ আষাঢ়, ১৪২৮ / ২১ জুন, ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মহা পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা
০২। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, বনানী ঢাকা
০৪। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৫। পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্স, মিন্টু রোড, রমনা, ঢাকা
০৬। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৭। অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৮। নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, নগর ভবন, ঢাকা
০৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা
১০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
১১। অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক, হাইওয়ে পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, বাড়ী-৪, সড়ক-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
১৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ নগর ভবন, ঢাকা
১৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, গুলশান-২, ঢাকা
১৬। পরিচালক, এ্যাক্সিডেন্ট রিচার্স ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা
১৭। যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৮। উপসচিব (বাজেট/সওজ গেজেটেড সংস্থাপন/টোল ও এক্সেল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএমআরটিডিপি), প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
২০। প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর), বাড়ী-৪, সড়ক-২১, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
২১। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, সওজ অধিদপ্তর/ডিএমটিসিএল/বিআরটিএ/ডিটিসিএ/বিআরটিসি/বিআরটিসিএল
২২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
২৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
২৪। জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, ৭০, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
২৫। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৭। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ঠিকাদার সমিতি, সড়ক ভবন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
২৮। জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, ৭০, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
২৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৩০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৩১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ঠিকাদার সমিতি, সড়ক ভবন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে):

০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
০২। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

২০/৬/২০২১

দীপঙ্কর মন্ডল
উপসচিব
ফোন : ৯৫১৪০৭৫
E-mail: dsmaintenance@rthd.gov.bd